সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 21 JUL 2013

ঢাবিতে যোগ হচ্ছে ২১০টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ

আবুল কালাম সোহাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১০টি শ্রেণীকক্ষে এবার যোগ হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে এসে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও চিত্র এই প্রজেক্টরে দেখিয়ে সহজেই শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারবেন। একাডেমিক ভবনগুলোর সম্মেলন কক্ষেও থাকছে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা। এর ফলে মার্কার ব্যবহার করে বোর্ডে লেখালেখির দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কলাভবন, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, কার্জন হল, চারুকলা অনুষদসহ বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের মোট ২১০টি শ্রেণীকক্ষ এবং ১১টি সম্মেলন কক্ষ এই প্রযুক্তির আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যে ১৮৫টি কক্ষের কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলোর কাজও আগামী মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমেদ।

অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমেদ জানান, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে একটি সিপিইউ এবং একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টর থাকবে। শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে এসে পাঠদানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো প্রস্তুত করে এনে এই প্রজেক্টরে দেখিয়ে পড়াতে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় সাউন্ড বক্স থাকবে। ফলে শিক্ষকদের বোর্ডে লিখে লিখে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের দরকার হবে না। শ্রেণীকক্ষের পেছনের দিকে বসে 'স্যার উপরের লাইনের শেষ শব্দটা বোঝা যাচ্ছে না' কিংবা 'স্যার আরেকটু জোরে বলেন, শোনা যাচ্ছে না', শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্ন করা থেকেও বেঁচে যাচ্ছেন।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এ প্রকল্পটির কাজ চলছে। এতে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১২ সালে প্রকল্পটি পাস করা হয়। কাজ শুরু হয় এ বছর মে মাসে। এ প্রকল্পের আওতায় কলাভবনের ৪৯টি শ্রেণীকক্ষ, লেকচার থিয়েটার ভবনের ৫ কক্ষ, সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের ১১টি শ্রেণীকক্ষ ও একটি সম্মেলন কক্ষ, চারুকলা অনুষদের সম্মেলন কক্ষসহ মোট ৯টি, বিজ্ঞান অনুষদের জন্য কার্জন হল ভবনের ৩৪টি, মোকাররম হোসেন ভবনে ১৩টি, মোতাহের হোসেন ভবনে ২৪টি, বাণিজ্য অনুষদের ১৮টি, সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য ইনস্টিটিউটে ২১টি শ্রেণীকক্ষ ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি সম্মেলন কক্ষের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ২১০টি শ্রেণীকক্ষকে এ প্রযুক্তির আওতায় আনার কাজ করছি। তবে এছাড়াও আরও কিছু কাজ করার জন্য আমাদের কাছে আবেদন আসছে। এর মধ্যে রয়েছে, গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট।